০৩-০৭-১৭ প্রাত-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো দেহধারীর প্রতি দৈহিক প্রেম রেখো না, এক বাবার প্রতিই প্রেম রাখো, অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করো ।"

প্রশ্ন :- দয়ালু বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

উত্তর :- যখন কেউ ফালতু কথা বলে, তখন সেই অপ্রয়োজনীয় কথা না শুনে তার কল্যাণের জন্য বড়দের জানানো উচিত -- এ হলো সদয় বাচ্চাদের কর্তব্য । যার মধ্যে কোনো পুরানো অভ্যাস আছে, তা দূর করে সহযোগী হওয়াই হলো দয়ালু হওয়া ।

প্রশ্ন :- কোন্ উপাধি কোনো দেহধারীকে দেওয়া যাবে না কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে দেওয়া যাবে ?

উত্তর :--"শ্রী" এই উপাধি । কেননা "শ্রী" অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাত্ পবিত্র । কোনো দেহধারীকেই এই উপাধি দেওয়া যাবে না কেননা তারা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্ম নেয় । ব্রহ্মা বাবাকে "শ্রী" বলা হয় কারণ তাঁর জন্ম ছিলো দিব্য বা অলৌকিক ।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝে গেছো, অর্থাত্ বুঝদার হয়ে গেছো, তাহলে অবশ্যই আগে অবুঝ ছিলে । এও কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে এই দুনিয়া পতিত, আর এই ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিল, সেখানে সবাই পবিত্র এবং সুখী ছিল । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই ছিল না । কিন্তু শাস্ত্রের কোনো কোনো কথা শোনার কারণে মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে স্বর্গে সবসময়ের জন্য সুখ ছিল । কেউই স্বর্গের খবর জানে না । তারা ভাবে যে সেখানেও দুঃখ ছিল, এ সবই না বোঝার কারণে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝদার হয়েছো । বাবা এসেই তোমাদের বুঝিয়েছেন, তাই তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলছো । এ হলো পতিত দুনিয়া, আর স্বর্গে ছিলো পবিত্র দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়ায় যদি দুঃখ থাকে, তাহলে তাকেও দুঃখের দুনিয়াই বলবে । তাহলে এই গানও ভুল প্রমাণিত হয় । এই কথাও মানুষ বলে যে, হে বাবা, এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে আরাম, সুখ আর শান্তি আছে । বাচ্চারা এও জানে যে স্বর্গে এমন সুখ যা সোনার পাখির তুল্য ছিলো । সেখানে দেবী - দেবতারা ছিলো । তাঁরা কেউই কখনো কাউকেই দুঃখ দিতেন না । এই গানও তারা গাইতেন, তবুও শাস্ত্রে এমন কথা লেখা থাকে যে মানুষ ভাবে যে, এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । কৃষ্ণের উপরও মিথ্যা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । বলা হয় যে যেমন দৃষ্টি, তেমন সৃষ্টি । তারা ভাবে যে সারা সৃষ্টিই পতিত । এখন তাদের সকলের দৃষ্টিই পতিত, তাই সারা সৃষ্টিকেই পতিত ভাবে । তারা আরো ভাবে যে পরম্পরা ধরে এই পতিত বৃত্তি চলে আসছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই বোধ এসেছে যে, এও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে । পরম পিতা পরমাত্মার বাচ্চারা নির্দেশ পেয়ে থাকে । বাবা বসে আত্মাদের বোঝান । সকল আত্মাই পতিত, তাই পতিত আত্মা আর পুণ্য আত্মা, এইকথা বলা হয় । বাবা আত্মাদের সাথে বসে কথা বলেন । তোমরা আমার অবিনাশী বাচ্চা, আবার তোমরাই মাম্মা - বাবা বলে থাকো । এই দুনিয়ায় কাউকেই "পিতাশ্রী" বলা যায় না । শ্রীর অর্থ শ্রেষ্ঠ । এখন একজন মানুষও শ্রেষ্ঠ নেই । মহিমা একমাত্র একজনেরই হতে পারে । এখানে সবাই ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে

জন্ম নেয়, তাই "শ্রী" বলা যাবে না । যদিও তোমরা ওনাকে এইসময় বলতেও পারো কারণ উঁনি সন্ন্যাস নিয়েছেন -- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য । তোমরা জানো যে, আমরা এখন ফরিস্থা হতে চলেছি । ভ্রষ্টকে শ্রী বলা যায় না । শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধা, শ্রী কৃষ্ণ -- এইভাবে বলা হয় । মন্দিরেও এনাদের মহিমাই গাওয়া হয় । নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, ভারত একসময় শ্রেষ্ঠ ছিলো, সৃষ্টিও শুদ্ধ ছিলো । এখন সৃষ্টি পতিত, পতিতকেই ভ্রষ্টাচারী বলা হয় । দুনিয়ার মানুষ ভ্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য সভার আয়োজন করে থাকে । কিন্তু এই দুনিয়াই ভ্রষ্টাচারী, তাই কিভাবে কেউ কাউকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে ।

বরাবর এ হলো রাবণ রাজ্য । যেই কারণে রাবণকে বর্ষ বর্ষ জ্বালানো হয় । কিন্তু তা জ্বলে শেষ হয় না আবার দাঁড়িয়ে যায় । এও মানুষ বুঝতে পারে না যে যাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাকে আবার নতুন করে কেন বানায় ? এর থেকে সিদ্ধ হয় যে রাবণ রাজ্য শেষ হয় নি । স্বর্গে যখন রাম রাজ্য থাকে তখন সেখানে কোনো কুশপুত্তলিকা বানানো হয় না ।বলা হয় যে রাবণকে জ্বালানোর পর লঙ্কাকে লুঠ করা হয়েছিলো । বলা হয় যে রাবণের ছিল সোনার লঙ্কা । কিন্তু এমন হয় না । এখন সারা দুনিয়াই লঙ্কা । রাবণ রাজ্যে তো সবকিছুই থাকে, কিন্তু ওই শ্রীলঙ্কা তো আইল্যান্ড । দেখানোও হয়েছে, এ ভারতেরই পুচ্ছ । কিন্তু সেখানে রাবণ রাজ্য তো নেই তাই না ? রাবণ রাজ্য তো এখন সারা বিশ্বে, এও তোমরা জানো । কলেজে কোনো অবুঝ গিয়ে বসলে সে কি বুঝতে পারবে ? কিছুই বুঝতে পারবে না । কেবল সময়ই নষ্ট করবে । এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ, এখানে নতুন কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না । সাত দিন আলাদাভাবে বসাতে হবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত হয় । তবুও ভালো মানুষ যারা ধর্মপ্রাণ হয়, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত -- পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে হন ? তিনি হলেন আত্মাদের পিতা, আর প্রজাপিতাও তো বাবাই হলেন । এই পয়েন্টস খুব সুন্দর, কিন্তু বাচ্চারা সম্পূর্ণ হর্ষিত থাকতে পারে না । বাবা বলেন যে তোমাদের আমি নতুন নতুন পয়েন্টস শোনাই যাতে তোমাদের নেশা বৃদ্ধি পায় । কাউকে বোঝানোর যুক্তিও তোমরা পাও । ফর্ম পূরণ করার সময় এই প্রশ্নই প্রথমে করতে হবে যে - পরমপিতা, তাহলে তিনি তো পিতাই হলেন, তাই না ?সেই সময় তখন সর্বব্যাপীর জ্ঞান উড়ে যাবে । তোমরা যখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, তখন বলবে, উঁনি তো বাবা । আমরা সবাই তাঁর বাচ্চা । এতটা যদি মেনে নেয় তাহলে ঝট করে লিখে নেওয়া উচিত । তোমরা প্রজাপিতারও সন্তান হলে । তখন শিব হলেন দাদু আর উঁনি বাবা । শিববাবাই স্বর্গের স্থাপন করেন, তাই অবশ্যই তাঁর থেকেই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । সহজ থেকে সহজ কথা তো বের করতে হবে । খুবই সহজ কথা । মিত্র সম্বন্ধীদের কাছেও যাও, তাদেরও এইকথা বোঝাও । এ তো নেশা - আমরা বাবার দ্বারা দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছি । বাপদাদার থেকে বর্সা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । বাবাকেই তো স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে, তাই না ? তিনিই তো মালিক । যেমন তাঁর দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তির অধিকার আছে, তেমনই পৌত্র - পৌত্রীদেরও একই অধিকার আছে । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আমি তো কখনোই বলি না যে এই দেহধারীদের স্মরণ করো । বাবা সামনে বসেই কথা বলেন । পূর্বকল্পেও তিনি এমন ভাবেই বুঝিয়েছিলেন । তোমরা বর্সা বা সম্পত্তিও বাপদাদার থেকে পেয়ে থাকো । এমন নয় যে তোমরা মায়ের থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাও । তোমাদের দেহ - অভিমান অনেক পরিমাণে এসে যায় । দেহধারীদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন তৈরী হয়ে যায় । হে আত্মারা, তোমরা একা এবং শূন্য হাতে এসেছিলে তারপর এই অভিনয় করতে করতে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো । এখন আমি বলি যে তোমাদের ফিরে যেতে হবে । আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । দেহধারীদের

স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে বাবা, আমরা আপনাকেই স্মরণ করবো । তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়াতে থাকা চলবে না, এখানে কোনো শান্তি নেই, তাই তোমরা বলো, এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে সুখ, শান্তি পাওয়া যাবে । তোমরা বলো যে, আমরা আগে শান্তিধামে যাবো, যেখানে শান্তি আর শান্তি থাকবে । তারপর সেখান থেকে সুখধামে যাবো, যেখানে শান্তি আর সুখ দুইই আছে । যখন দুঃখ থাকে তখন সেখানে অশান্তিও থাকে । সুখের সময় তো শান্তিই থাকে । কিন্তু ওই শান্তি নয় । শান্তিধাম হলো আত্মাদের মিষ্টি ঘর । বাবা সমস্ত আদি – মধ্য এবং অন্ত জানেন ।

এখন তোমাদের বাচ্চাদের কাজই হলো নিজে পড়া এবং অন্যদের পড়ানো, আর নিজের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে চলে যাবো ভায়া শান্তিধাম । এইকথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে । যতক্ষণ না মৃত্যু আসবে, এই পড়া পড়তে হবে । এইকথা তো মনে রাখতে পারো । এখন আমাদের নিজের ঘরে যেতে হবে । এই দুনিয়া, এই সমস্ত কিছুই ছাড়তে হবে, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । এই বেহদের নাটকের রহস্য তোমরা বুঝে গেছো । হদের নাটক সম্পূর্ণ হলে মানুষ পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে চলে যায় । তেমনই আমাদের এখন যেতে হবে । ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । মানুষ স্মরণও করে যে, হে পতিত – পাবন এসো । স্মরণ তো শিববাবাকেই করবে । একদিকে বলে পতিত পাবন এসো, অন্যদিকে বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী । কোনো অর্থই হয় না । বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বোঝানো হয় যে শান্তিধামকে স্মরণ করো, এ হলো দুঃখধাম । তোমরা ব্রাহ্মণ – ব্রাহ্মণীরা ছাড়া কোনো গুরু – গোঁসাই এই কথা বলবে না । এই দুঃখধামের বিনাশও সামনেই দণ্ডায়মান । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে আর কৌরব – পাণ্ডব ভাই – ভাইও আছে । একই ঘরের সবাই । ভাই – ভাইয়ে কখনো যুদ্ধ হতে পারে না । এ কোনো যুদ্ধের কথা নয় । এও এক আশ্চর্য । মানুষ কি না করতে পারে । যে বিষয় হয়ই নি, তাও বানিয়ে বানিয়ে একে অপরকে বলে সকলের মন খারাপ করে দিয়েছে । ব্যাস ভগবানের কাজও দেখো কেমন ? মানুষের কাজই হলো একে অপরের সাথে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া । এ তো এক রীতি রেওয়াজ হয়ে গেছে । সবাই একে অপরের শত্রু হয়ে যায় । বাচ্চারাও বাবার শত্রু হয়ে যায় । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে কি আছে দেখো আর শাস্ত্রতে কি লিখে দিয়েছে । মানুষ এই শাস্ত্রকে কত সম্মান করে । বড় পরিক্রমাও লাগায় । দেবতাদের মূর্তিকে রথে বসিয়ে বড় পরিক্রমা করানো হয় । তারপর তাদের সমুদ্রে বিসর্জন দেয় । এই মৃত্যুলোকের রীতি রেওয়াজ এক এক জনের তাদের নিজেদের মতো । বাবার প্ল্যান দেখো কতো বড় । তিনি সকলের প্ল্যান শেষ করে সুখধামের স্থাপনা করেন । বাকি সকলকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দেন । তোমরা বাচ্চারা দেখো কার সামনে বসে আছো । তোমরা নিশ্চিত যে – পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । তিনি এনার শরীরের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান দিয়ে থাকেন । আর এমন কোনো সত্সঙ্গ হবে কি ? এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । তোমরা জানো যে বাবা বাবা আমাদের আত্মার সাথে কথা বলেন, আর আমরা কান দিয়ে তা শুনি । বাবা এই দাদার মুখ দিয়ে সব বলেন । যে রত্ন বাবার মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তাই তোমাদের বাচ্চাদের মুখ দিয়ে নির্গত হওয়া উচিত । অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেও শুনো না । কেউ আবার বসে খুশী হয়ে শোনে । বাবা বলেন এমন কথা শুনোও না । দয়ালু হয়ে কারোর মধ্যে কোনো পুরোনো সংস্কার যদি থাকে তা দূর করতে হবে । হ্যাঁ বলে শোনা উচিত নয় । যে বাবা আমাদের সুখধামের মালিক বানান, এমন বাবার গ্লানি তো আমরা শুনবোই না । আমাদের তো শিববাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নেওয়া উচিত । আর অন্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের

কি সম্বন্ধ । কেউ শুনুক বা না শুনুক, আমরা তো জ্ঞানের কাজল পড়ে নিয়েছি । কেউ জ্ঞানের অঞ্জন লাগায় আবার কেউ বা ধুলোর অঞ্জন লাগায় । এতে কখনোই তৃতীয় নয়ন খোলে না । বাবা কত সহজ করে বোঝান । যেমনই হোক – রোগী, অন্ধ, কুব্জা তারাও বুঝে যায় । অল্ফ (আল্লা), বে (বাদশাহী) এই দুটিই মাত্র শব্দ । কেবলমাত্র জিজ্ঞেস করো, পরম পিতা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ ? এই প্রশ্ন সবথেকে ভালো । তাহলেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান একদম দূর হয়ে যাবে । মিত্র বা সম্বন্ধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদেরও বোঝাও । খুব মিষ্টি হও । তোমাদের কাজই হলো পরিচয় দেওয়া । যদি কেউ শত্রুও হয় তাদের সাথেও মিত্রতা রাখতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা আসুরী মতে চলে আমাকে অপমান করেছো । তোমরা ঈশ্বরের কতো অপকার করেছো তবুও ঈশ্বর তোমাদের উপকার করেন । ঈশ্বরের এই উপকারও নাটকে নিহিত আছে , তবেই তো বলা হয় -- যদা যদা হি ধর্মস্য .....তিনি ভারতেই এসেছেন । তিনিই বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । প্রতিটা কথা খুব ভালোভাবে বোঝার । কারোর ভাগ্যে না থাকলে সে আগের সংস্কার অনুযায়ী কাজ করতে থাকে । এখান থেকে বাইরে গেলেই এইসব কথা ভুলে যায় । অপরের নিন্দা করতে করতেই আজ এই হাল হয়ে গেছে । এখন এই নিন্দা করা বন্ধ করো, কেবল পণ্ডিত হলেই হবে না ।

তোমরা হলে প্রকৃত রাজযোগী । এমনভাবে বোঝালে তীর লেগে যাবে । নিজের মধ্যে কমতি থাকলে অন্যকে বোঝাতে পারবে না । অন্তরে পাপ খেতে থাকবে । বাবা প্রতিটা কথা খুব ভালো করে বোঝান । পূর্বকল্পেও তিনি এইভাবেই বুঝিয়েছিলেন এইকথা ভুলে যেও না । এই স্মরণ করতে করতে অন্ত মতি , সেই গতি হয়ে যাবে । ভোরবেলা উঠে বাবাকে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে অন্তিম সময়ে দেহের কথা মনেও না আসে । আমরা হলাম আত্মা । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে রত্ন বাবার মুখ থেকে নির্গত হয়, তাই তোমাদের মুখ থেকেও নির্গত হওয়া উচিত । ব্যর্থ কথা বলবেও না বা শুনবেও না । জ্ঞানের কাজলই পড়তে হবে ।

২) সবার সাথে সত্যিকারের মিত্রতা রাখতে হবে । খুবই মিষ্টিভাবে হর্ষিত মুখ হয়ে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । অপকারীর উপরও বাবার মতন উপকারী হতে হবে ।

বরদান :- বিশ্ব – কল্যাণকারী হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির দান করে মাস্টার দাতা হও ।

দুনিয়াতে যখন হাঙ্গামা হবে বা লড়াই – ঝগড়া হবে, তখন তোমরা সেই অশান্তির সময় মাস্টার শান্তি দাতা হয়ে অন্যকে শান্তির দান দাও, ঘাবড়ে যেও না, কেননা তোমরা জানো যে, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, যা হবে তা আরো ভালো হবে । বিকারের বশে মানুষ তো লড়তেই থাকবে । তাদের কাজই এই, কিন্তু তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা সর্বদা মাস্টার দাতা হয়ে শান্তির দান দিতে থাকো । এই তোমাদের সেবা ।

স্লোগান :- নিজের সর্ব প্রাপ্তিকে যদি সামনে রাখো তাহলে দুর্বলতা সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।